ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

ওয়েভস

টিআইবি নিউজলেটার

বর্ষ ১৯, সংখ্যা ১, জানুয়ারি-মার্চ ২০১৫

দেশ ও গণতন্ত্রের স্বার্থে সহিংস, অমানবিক ও অগণতান্ত্রিক পথ পরিহার করা উচিত

ভেতরের পাতায়

মহা হিসাব-নিরীক্ষকের কার্যালয়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নিরীক্ষা আইন প্রণয়নসহ ২০ দফা সুপারিশ টিআইবি'র
জনগণের মুখোমুখি জনপ্রতিনিধি: জবাবদিহিমূলক শক্তিশালী স্থানীয় সরকার গঠনের হাতিয়ার
জলবায়ু তহবিলের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতে স্থানীয় উদ্যোগ জরুরি
অ্যাডভোকেসি অ্যান্ড লিগ্যাল অ্যাডভাইস সেন্টার (অ্যালাক) কার্যক্রম শুরু
ক্ষমতায়িত নারী, জাগ্রত বিবেক, দুর্নীতি রুখবেই

সম্পাদকীয়

দেশ ও গণতন্ত্রের স্বার্থে
সহিংস, অমানবিক ও অগণতান্ত্রিক পথ পরিহার করা উচিত

সাম্প্রতিক সময়ে ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনৈতিক সহিংসতা ও বলপ্রয়োগের অসুস্থ প্রতিযোগিতা অমানবিক ও নৃশংস রূপ ধারণ করেছে। যেভাবে সাধারণ নাগরিকের মৌলিক অধিকার লংঘিত হচ্ছে এবং দেশে সুশাসন ও গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রার পথে ঝুঁকি বাড়ছে তাতে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন সারা দেশের মানুষ। এ পরিস্থিতিতে সকল প্রকার বলপ্রয়োগ, সহিংস ও অগণতান্ত্রিক আচরণ পরিহার করে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমঝোতার পথ অনুসন্ধান এবং একইসাথে মানবাধিকার নিশ্চিত করার প্রত্যাশা করছে সাধারণ জনগণ। গণতন্ত্রের নামে দেশের প্রধান দুই রাজনৈতিক পক্ষ শক্তি প্রদর্শন ও বল প্রয়োগের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়ায় শিশু, নারী ও তরুণসহ সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকার নিষ্ঠুরভাবে খর্ব হচ্ছে। জনগণের স্বাভাবিক জীবন যাপন থেকে শুরু করে স্বাভাবিক মৃত্যুর অধিকার ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে। এক পক্ষ যে কোনো মূল্যে ক্ষমতায় টিকে থাকতে, অন্য পক্ষ যেকোন প্রক্রিয়ায় ক্ষমতায় যেতে মরিয়া হয়ে জনগণ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে রাজনৈতিক দেউলিয়াপনার দৃষ্টান্ত স্থাপন করছেন। আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ জবাবদিহিতা ও আইনের শাসনের মৌলিক প্রতিষ্ঠানগুলোর নিরপেক্ষতা ও পেশাদারিত্ব ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে। যা দেশের গণতন্ত্র ও সুশাসনের সম্ভাবনার জন্য চরম ঝুঁকিপূর্ণ।

জনসভা, মিছিল ও মানববন্ধনসহ সকল শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি সকল নাগরিক ও সংগঠনের গণতান্ত্রিক অধিকার। তবে সাধারণ মানুষের জীবনকে বিপন্ন করে আন্দোলনের নামে একদিকে সহিংস কর্মসূচি এবং অন্যদিকে পুলিশ, বিজিবি ও র‍্যাবের মতো আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক আইনের ভক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার হুমকি যেমন লাখো শহীদের রক্তে অর্জিত স্বাধীনতার চেতনার পরিপন্থী তেমনি রাজনৈতিক অঙ্গনে উগ্র অগণতান্ত্রিক শক্তির বিকাশের চাবিকাঠি।

গত তিন মাসের সংকটময় পরিস্থিতিতে গণতন্ত্র ও সাধারণ মানুষের স্বার্থরক্ষায় দুই নেত্রীর মধ্যে পারস্পারিক সমঝোতা অর্জন অত্যন্ত জরুরি। সংকট থেকে উত্তরণের চাবিকাঠি দুই নেত্রীর হাতেই রয়েছে। একইসাথে উভয় পক্ষের নেতৃস্থানীয় অবস্থানে অধিষ্ঠিতজনদের সংহত ও দায়িত্বশীল আচরণ অপরিহার্য। তাঁদের রাজনীতি যে বাস্তবেই জনগণের স্বার্থে, জনগণের অধিকার খর্ব করার জন্য নয়, জনগণকে জিম্মি করে শক্তি পরীক্ষার জন্য নয়, তার প্রমাণ দেবার সময় এখনই। দেশের চলমান রাজনৈতিক সংকট দেশের সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রাকে শুধু পেছনেই ঠেলে দিচ্ছে তাই নয়, বরং সুস্থ রাজনৈতিক সংস্কৃতির চর্চার অভাবে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো আজ অকার্যকর হয়ে যাচ্ছে। সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্ম ও স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীদের কাছে রাজনীতিকে এক বিভৎস রূপে তুলে ধরে রাজনীতি বিমূখতার বীজ বপন করা হচ্ছে। রাজনৈতিক অঙ্গনে এ ধরনের চলমান অন্যায় ও অমানবিক কর্মকান্ড উগ্র, সহিংস এবং অগণতান্ত্রিক শক্তিকে আরো বিকাশের সুযোগ করে দেবে। সুতরাং দেশের স্বার্থে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোকে বিশেষ করে বড় দুটি দলকে সমঝোতা ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করা উচিত।

গবেষণা প্রতিবেদন

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় টিআইবি'র ১২ দফা সুপারিশ

যুগোপযোগী নীতি কাঠামো তৈরি, সমন্বিত আইন প্রণয়ন, আইনের কার্যকর প্রয়োগ, জনবল ও দক্ষতা বৃদ্ধি, দুর্নীতির অভিযোগে যথাযথ প্রক্রিয়ায় দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে আশু পদক্ষেপসহ ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ১২ দফা সুপারিশ উত্থাপন করেছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। গত ১৫ জানুয়ারি সংস্থার ধানমন্ডিস্থ কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে 'ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরে সুশাসন: চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়' শীর্ষক প্রতিবেদনের সারাংশ উপস্থাপন করেন টিআইবি'র গবেষক মো. শাহনূর রহমান ও নাজমুল হুদা মিনা।

প্রতিবেদনে বলা হয়, সরকার ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের উন্নয়ন এবং ভেজাল ও নকল ওষুধ নিয়ন্ত্রণে সম্প্রতি বেশ কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যেমন মাঠ পর্যায়ে জনবল বৃদ্ধি, ওষুধ পরীক্ষাগার পুনঃস্থাপন এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি, ভেজাল ও নকল ওষুধ প্রতিরোধে বিভিন্ন সময়ে অভিযান জোরদার করা। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নেরও পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তা সত্ত্বেও এ খাতটিতে নানা অনিয়ম আর দুর্নীতি বিদ্যমান রয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় ।

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরে ড্রাগ লাইসেন্স নবায়ন ও নতুন লাইসেন্স প্রদান, প্রকল্প হস্তান্তর/স্থানান্তর, রেসিপি অনুমোদন, ওষুধ নিবন্ধন, নমুনা পরীক্ষা ও মান নিয়ন্ত্রণ এবং রপ্তানি নিবন্ধনসহ বিভিন্ন কার্যক্রমে ৫০০ থেকে ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অর্থ আদায়ের অভিযোগ রয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। এছাড়া অধিদপ্তরের কার্যক্রম পরিচালনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতি, অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী দায়িত্ব বণ্টন না করা, কর্মবণ্টনে স্বচ্ছতার ঘাটতি, কর্মকর্তাদের পরিবীক্ষণ ও জবাবদিহিতায় ঘাটতি ও ওষুধ প্রশাসনের সেবা কার্যক্রমের প্রতিটি পর্যায়ে যোগসাজশের মাধ্যমে দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ হয়েছে এ অধিদপ্তরে।

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের আওতাধীন পাঁচ শ্রেণির ওষুধ কোম্পানির মধ্যে অ্যালোপ্যাথি ওষুধের বাজার তদারকি ও নিয়ন্ত্রণে সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতি গবেষণায় আওতাভুক্ত করা হয় এবং ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সুশাসন আলোচনার ক্ষেত্রে সুশাসনের বিভিন্ন নির্দেশকের (আইনের শাসন, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, অংশগ্রহণ, সংবেদনশীলতা, সেবার ঘাটতি ও দুর্নীতি) ওপর ভিত্তি করে তথ্য সংগৃহীত ও বিশ্লেষিত হয়। দেখা যায় ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সক্ষমতা এ খাতের ব্যাপক কর্মপরিধি, ভৌগোলিক আওতা এবং ওষুধের বাজারের ক্রমবর্ধমান বিস্তৃতির সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। বিদ্যমান আইনি কাঠামো ওষুধ নিয়ন্ত্রণে সমসাময়িক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় যথেষ্ট নয় এবং এ ক্ষেত্রে আইনের কার্যকর প্রয়োগেরও ঘাটতি বিদ্যমান। এছাড়া ওষুধের বাজার নিয়ন্ত্রণে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের প্রশাসনিক কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতি রয়েছে। অপরদিকে অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন সময়ে নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে সদিচ্ছার ঘাটতিও লক্ষ করা যায়। এসব সমস্যা ও সীমাবদ্ধতার কারণে ওষুধের বাজার তদারকি ও পরিবীক্ষণে অনিয়ম ও দুর্নীতি সংঘটিত হচ্ছে। জনবলের স্বল্পতায় ওষুধ প্রশাসন প্রতি বছর প্রায় দুই তৃতীয়াংশ ওষুধের বাজার তদারকি এবং প্রতিবছর প্রায় ৭০ শতাংশ ওষুধের মান পরীক্ষা করতে ব্যর্থ হয়।

জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবনের সাথে সম্পর্কিত এ অধিদপ্তরে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় প্রতিবেদনে বেশ কিছু সুপারিশ প্রস্তাব করা হয়। মেডিকেল ডিভাইস, ফুড সাপ্লিমেন্ট ও কসমেটিকস সামগ্রী অন্তর্ভুক্ত করে, ওষুধ সংক্রান্ত কমিটিগুলোর গঠন ও কর্ম প্রক্রিয়া আইনে অন্তর্ভুক্ত ও সুনির্দিষ্ট করে, ওষুধের মূল্য নির্ধারণে গেজেট প্রকাশের সময়কাল সুনির্দিষ্ট করে এবং ওষুধ আইনে অপরাধের জরিমানা ও শাস্তির অসামঞ্জস্যতা দূর করে কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা রেখে একটি সমন্বিত একক আইন প্রণয়ন এবং এর কার্যকর প্রয়োগে পদক্ষেপ নিতে হবে। কাজের পরিধি ও ভৌগোলিক আওতা বিবেচনায় প্রতিটি জেলায় কমপক্ষে একটি ওষুধ পরিদর্শকের পদ সৃষ্টি ও অতিসত্বর অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী সকল পর্যায়ে জনবল নিয়োগ সম্পন্ন করতে হবে। অর্গানোগ্রাম ও কর্ম-বিবরণ অনুযায়ী দায়িত্ব বণ্টন করতে হবে, এবং ওষুধ কারখানা পরিবীক্ষণের দায়িত্ব বণ্টনে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে। ওয়েবসাইটে সকল প্রকার রেজিস্ট্রেশনের তথ্যসহ অন্যান্য তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে। ওষুধ প্রশাসনের কার্যক্রমে জন-অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে; এ লক্ষ্যে টোল ফ্রি নম্বর বা হটলাইন চালু করতে হবে। এছাড়া ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের কার্যক্রমে অনিয়ম ও দুর্নীতিরোধে ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রণোদনার ব্যবস্থা ও কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য নৈতিক আচরণ বিধি তৈরি ও বাস্তবায়ন করতে হবে। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কমিটিগুলোতে বিশেষত ওষুধ নিয়ন্ত্রণ কমিটি, মূল্য নির্ধারণ কমিটি, ব্লক লিস্ট অনুমোদন কমিটি এবং প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটিতে ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্তি বন্ধ করতে হবে। সর্বোপরি যেসব ওষুধ কোম্পানি নকল, ভেজাল ও নিম্নমানের ওষুধ প্রস্তুত করে তাদেরকে চিহ্নিত করে যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণে কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

মহা হিসাব-নিরীক্ষকের কার্যালয়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নিরীক্ষা আইন প্রণয়নসহ ২০ দফা সুপারিশ টিআইবি'র

জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের (সিএজি) কার্যালয়। সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে এটি বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা এবং আর্থিক অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যক্রম পরিচালনা করে। টিআইবি ২৯ জানুয়ারি এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে 'মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়' শীর্ষক এক গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করার মাধ্যমে মহা হিসাব-নিরীক্ষকের কার্যালয়ে বিরাজমান সুশাসনের ঘাটতিজনিত বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে ২০ দফা সুপারিশ তুলে ধরে। গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন টিআইবি'র গবেষক দিপু রায়।

সিএজি কার্যালয়ের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির তথ্য প্রকাশ করে বলা হয় ২০১২ সাল থেকে নিরীক্ষা পদ্ধতিতে স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়ার সংযোজন ছাড়াও মিডিয়া এবং কমিউনিকেশন সেল গঠন এবং তথ্য অধিকার আইনের যথাযথ ব্যবহারের পদক্ষেপ গ্রহণ, নিরীক্ষা প্রতিবেদন ও সিএজি কার্যালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কে ওয়েবসাইটে তথ্য প্রকাশ এবং প্রথমবারের মতো প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নিরীক্ষা প্রতিবেদন জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়েছে। অন্যদিকে ২০০৮ সালে নিরীক্ষা আইনের খসড়া প্রণয়ন, নবম সংসদের মেয়াদে ৬৪৮টি ব্যাকলগ নিরীক্ষা প্রতিবেদনের মধ্যে ৪৯০টির ওপরে নবম পিএসি কর্তৃক আলোচনা ও সিদ্ধান্ত নেওয়াসহ বেশ কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

প্রতিবেদন অনুযায়ী মহা হিসাব-নিরীক্ষকের কার্যালয়কে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিকভাবে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয়। বাজেট, নিয়োগ, শিক্ষা সংক্রান্ত ছুটি, পদোন্নতি, নিয়মাবলী, আইনগত বিষয় ও সরকারি ক্রয়ের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ওপর নির্ভরশীলতা থাকায় সাংবিধানিক সংস্থাটি স্বাধীনভাবে কার্যক্রম পরিচালনায় সক্ষম নয়। পূর্বের তুলনায় বাজেট, অডিট ইউনিট এবং সরকারের জনবলের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও ১৯৮৮ সালের অর্গানোগ্রাম অনুমোদিত জনবল দ্বারাই বর্তমান কার্যক্রম পরিচালনা করতে হচ্ছে। অন্যদিকে দ্বিতীয় শ্রেণীর অনুমোদিত পদের বিপরীতে শূন্য পদ রয়েছে ৫০০টি। মাত্র ২,৫৬৬ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী দ্বারা সরকারের প্রায় ৩০ হাজার সরকারি প্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করার ফলে অনেক ক্ষেত্রেই নিরীক্ষা প্রতিবেদন তৈরিতে দীর্ঘসূত্রতা সৃষ্টি হয় ও অনেক প্রতিবেদনে ভুল থাকে। এছাড়া জবাবদিহিতার সমস্যা ও তথ্য প্রকাশ প্রক্রিয়াও সচল নয়।

প্রতিবেদনে দেখা যায় মহা হিসাব-নিরীক্ষকের কার্যালয়ে নিয়োগ, পদোন্নতি, পদায়ন ও প্রশিক্ষণে বিশেষ সুযোগ প্রাপ্তিতে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব, নিরীক্ষক, অধস্তন নিরীক্ষক ও গাড়িচালক পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৩ লাখ থেকে ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত ঘুষ আদায়ে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া বৈদেশিক সাহায্যপ্রাপ্ত প্রকল্প অডিটের ক্ষেত্রেও বেশ কিছু অনিয়মের চিত্র প্রতিবেদনে উঠে আসে। সিএজি কার্যালয়ের নিরীক্ষা দলের বিরুদ্ধে অডিট ইউনিটের নিকট থেকে ঘুষ আদায়ের অভিযোগ রয়েছে যার পরিমাণ কমপক্ষে ১০ হাজার থেকে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত। ঘুষের পরিমাণ নির্ভর করে অডিট ইউনিটের বাজেটের পরিমাণের ওপর। এছাড়া তিনবছর পর বদলি করার নিয়ম থাকলেও ঘুষ ও রাজনৈতিক প্রভাবে একই কার্যালয়ে দীর্ঘদিন কর্মরত থাকা, অতিরিক্ত অর্থ আয়ের সুযোগ সম্পন্ন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠা, যেমন বন্ডেড ওয়ার হাউজ, ডিফেন্স অডিটের পূর্ত সংক্রান্ত, এমপিওভুক্ত হওয়ার জন্য বিভিন্ন কলেজ ও স্কুল নিরীক্ষা করার জন্য ঘুষ আদায়ের অভিযোগ রয়েছে।

প্রতিবেদন অনুয়ায়ী মহা হিসাব-নিরীক্ষকের কার্যালয়ে দায়িত্ব পালনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। যেমন সিএজি কর্তৃক বার্ষিক পরিকল্পনা না করা, মহাপরিচালক পর্যায়ে জবাবদিহিতা না থাকা, উপ-পরিচালক পর্যায়ে মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষা আপত্তি যাচাই-বাছাই না করা, কখনো কখনো অন্যায়ভাবে আপত্তি নিষ্পত্তি করা, মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষার কাজ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্তৃক পরিবীক্ষণ না করা, মাঠ পর্যায়ের নিরীক্ষাকালীন দুর্নীতি ধরা পড়লেও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নেওয়া, কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর ও তারিখ এবং গুরুত্বপূর্ণ দলিল ঠিক নেই বলে অনেক সময় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে নানাভাবে হয়রানি করা হয়।

মহা হিসাব-নিরীক্ষকের কার্যালয়ের সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করে এবং তা থেকে উত্তরণের জন্য টিআইবি সার্বিক পর্যালোচনার ভিত্তিতে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী ২০ দফা সুপারিশ উত্থাপন করে। স্বল্পমেয়াদী সুপারিশের মধ্যে অনিয়ম দুর্নীতি রোধকল্পে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মাধ্যমে আলোচনার ভিত্তিতে প্রস্তাবিত নিরীক্ষা আইন প্রণয়ন, অর্গানোগ্রাম ও নিয়োগের বিধিমালার অনুমোদন দেওয়া; সিএজিকে বাজেট, নিয়োগসহ সকল বিষয়ে সাংবিধানিক স্বাধীন ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার নিশ্চিত করা; সিএজিসহ সকল নিয়োগ রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করা; সিএজিকে উচ্চ আদালতের বিচারপতির সম মর্যাদা দেয়াসহ সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মর্যাদা বৃদ্ধি করা; নিরীক্ষার প্রতিবেদন সম্পন্ন করার ও জমা দেয়ার সুনির্দিষ্ট সময় সীমা নির্ধারণ করা; এবং সিএজি কার্যালয়ের অভিযোগ সেল সম্পর্কে সরকারি কার্যালয়গুলোকে জানানোর জন্য ব্যাপক প্রচারণা চালানো এবং অভিযোগের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া উল্লেখযোগ্য।

মধ্য মেয়াদী সুপারিশের মধ্যে রয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ ও বড় আকারের দুর্নীতির তথ্যগুলো সিএজি পিএসিকে দেবে এবং পিএসি অভিযোগ অনুযায়ী দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির জন্য সুপারিশ করবে; ক্যাডার কর্মকর্তার সংখ্যা বৃদ্ধি করে কমপক্ষে ৩০% করা এবং মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষা করার জন্য নিরীক্ষা দল গঠন করা; জরুরি কার্যক্রমের (ক্রাস প্রোগ্রাম) মাধ্যমে দীর্ঘ দিনের পুরোনো নিরীক্ষা আপত্তিগুলো দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা এবং স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তরকে দুটি আলাদা অধিদপ্তরে ভাগ করতে হবে। এছাড়া দীর্ঘমেয়াদী সুপারিশের মধ্যে সরকারি প্রতিষ্ঠানের অর্থ ব্যয় ও হিসাবের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বৃদ্ধির জন্য মন্ত্রণালয়গুলোতে দক্ষ জনবলের সমন্বয়ে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ শাখা খোলা, নিয়মানুবর্তী নিরীক্ষা থেকে পারফর্মেন্স নিরীক্ষার দিকে যাওয়ার কৌশল তৈরি করা এবং এজন্য প্রয়োজনীয় জনবল ও সক্ষমতা বৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য।

টিআইবি সংবাদ

অমর একুশের গ্রন্থমেলায় টিআইবি

বাংলা একাডেমির আয়োজনে ফেব্রুয়ারি মাসব্যাপী একাডেমির প্রাঙ্গণে আয়োজিত অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৫ এ চতুর্থ বারের মতো অংশগ্রহণ করে টিআইবি। দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যকে সামনে রেখে ষ্টলে টিআইবি প্রকাশিত বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদনসহ দুর্নীতিবিরোধী শ্লোগানযুক্ত লিফলেট, ষ্টিকার, কার্ড, ব্রোশিওর ইত্যাদি মেলায় আগত দর্শকদের মাঝে প্রদর্শন ও বিতরণ করা হয়।

নিয়মিত প্রকাশনার অংশ হিসেবে এ বছর টিআইবি পরিবর্তনের গল্প, সেবা খাতে দুর্নীতি ২০১২, গবেষণা রিপোর্ট এবং নোট বুক প্রকাশ করে। মেলায় আগত দর্শকদের মাঝে সেবা খাতে দুর্নীতি ২০১২ সম্পর্কে ব্যাপক আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া নোট বুক এবং দুর্নীতিকে না বলুন শ্লোগানযুক্ত রিষ্টব্যান্ড তরুণদের মাঝে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। প্রায় দশ হাজার দর্শক টিআইবি ষ্টলটি পরিদর্শন করে। দর্শকরা মূলত টিআইবির কর্মকান্ড জানার পাশাপাশি দুর্নীতি প্রতিরোধে বিভিন্ন পরামর্শ দেন, সেই সাথে টিআইবি'র দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন।

টিআইবি'র আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন

'দুর্নীতি একুশে চেতনার পরিপন্থী'- এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে প্রতিবারের মতো এবারও টিআইবি পালন করলো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে টিআইবি ২১শে ফেব্রুয়ারি প্রভাত ফেরীর আয়োজন করে যেখানে প্রতিষ্ঠানটির কর্মী ও ইয়েস সদস্যরা র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করে শহীদ মিনারে পুস্পস্তবক অর্পনের মাধ্যমে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে। এই দিবসকে সামনে রেখে 'দুর্নীতি একুশে চেতনার পরিপন্থী'- শ্লোগান সম্বলিত দশ হাজার ষ্টিকার প্রকাশ করা হয়। টিআইবি'র অনুপ্রেরণায় গঠিত দেশের বিভিন্ন স্থানে সচেতন নাগরিক কর্মিটি (সনাক) ও ইয়েস সদস্যরা বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন করে।

নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে টিআইবি'র প্রচারণা

ক্রয় নীতিমালা লংঘন করে সরকার কর্তৃক চীনা পরামর্শক প্রতিষ্ঠান চায়না কমিউনিকেশন্স কনস্ট্রাকশন কোম্পানিকে কর্ণফুলি টানেল নির্মাণের আদেশ প্রদানের পদক্ষেপ' সম্পর্কিত সংবাদে উদ্বেগ প্রকাশ করে টিআইবি। সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত এ অবিবেচনা প্রসূত উদ্যোগের জোড়ালো প্রতিবাদ জানিয়ে এধরনের অবৈধ অবস্থান বাতিল করারও দাবি জানানো হয়।

২৪ মার্চ এক বিবৃতিতে টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, "এটি সরকারি ক্রয় আইন ও ক্রয় নীতিমালার সুস্পষ্ট লংঘন। প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার প্রভাবে সরকারি খাতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানদন্ডে অগ্রহণযোগ্য এ অনিয়ম সংঘঠিত হচ্ছে। চূড়ান্ত বিবেচনায় এর বোঝা জনগণকে বইতে হবে। এটি একদিকে যেমন ক্ষমতার অপব্যবহার ও স্বার্থের দ্বন্দ্বের উদ্বেগজনক বহিঃপ্রকাশ, অন্যদিকে একটি বিদেশী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দেশে দুর্নীতির বিস্তারের নগ্ন প্রয়াস।"

সরকারের রাজনৈতিক অঙ্গীকার ছিল দেশের সকল ক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা এবং জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে দুর্নীতির পথগুলোকে সম্ভাব্য সকল উপায়ে বন্ধ করা। একইসাথে বেসরকারি খাতসহ সকল খাতে সকলের জন্য সমান প্রতিযোগিতামূলক সুযোগ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। কিন্তু ক্ষমতাসীন দলের একজন প্রাক্তন মন্ত্রীর প্রভাবে সরকারি ক্রয় নীতিমালার লংঘন ঘটিয়ে কোন প্রকার নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে যদি কোন বিশেষ প্রতিষ্ঠানকে একতরফাভাবে কাজ দিয়ে দেওয়া হয় তবে তা দেশের আইনের যেমন লংঘন তেমনি জনগণের সাথে প্রতারণার সামিল বলে মনে করে টিআইবি।

টিআইবি বিশেষভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করে এ কারণে যে, উল্লিখিত চায়নিজ কোম্পানিটি ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক বহুমাত্রিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কালো তালিকাভুক্ত হয়েছে। সরকারি ক্রয় নীতিমালা লংঘনের মতো অনৈতিক কাজের দৃষ্টান্ত সৃষ্টি না করে, দেশের বৃহত্তর স্বার্থে এধরনের অনৈতিক সিদ্ধান্ত থেকে ফিরে এসে যথাযথ প্রক্রিয়ায় উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপসহ সরকারের উচ্চ পর্যায়ের নীতি-নির্ধারকদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। উল্লেখ্য, সরকারি ক্রয় নীতিমালা অনুযায়ী প্রকল্প প্রস্তুতের জন্য পরামর্শক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান একই প্রকল্প বাস্তবায়নে কোন প্রকার পণ্য/মালামাল সরবরাহ বা ভৌত কাঠামো নির্মাণের কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট হতে পারে না।

দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলনে নারী সাংবাদিকদের ভূমিকা শীর্ষক ওরিয়েন্টেশন

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে ১১ মার্চ 'দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলনে নারী সাংবাদিকদের ভূমিকা' শীর্ষক এক ওরিয়েন্টেশনের আয়োজন করে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। 'দুর্নীতি'র কারণে নারী কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলনে নারী সাংবাদিকরা কিভাবে আরো কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারেন সে বিষয়ে অনুষ্ঠানে বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করা হয়। টিআইবি কার্যালয়ে আয়োজিত ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে বাংলাদেশের জাতীয় ও অনলাইন সংবাদ সংস্থা, রেডিও এবং টিভি চ্যানেলে কর্মরত একত্রিশ জন নারী সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

ওরিয়েন্টেশনে 'দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনে নারী সাংবাদিকদের ভূমিকা' শীর্ষক উপস্থাপনা করেন রিজওয়ান-উল-আলম, পরিচালক, আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন এবং 'দুর্নীতি ও নারী' বিষয়ক উপস্থাপনা করেন কাজী শফিকুর রহমান ম্যানেজার, জেন্ডার, টিআইবি। অনুষ্ঠানের সমাপনী পর্বে অংশগ্রহণকারীরা শিক্ষা-স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার-ভূমি এবং জলবায়ু অর্থায়ন খাতে সুশাসন বিষয়ে তিনটি দলগত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। এতে উল্লিখিত খাতসমূহের বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করে সুশাসন নিশ্চিতকরণে নারী সাংবাদিকরা কী ধরনের ভূমিকা পালন করতে পারেন সে বিষয়গুলো দলীয় উপস্থাপনার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়।

টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, "দুর্নীতি একটি বৈশ্বিক সমস্যা। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে দুর্নীতি সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রধান বাধাঁ। এটি এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে প্রত্যেকের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সংযোগ রয়েছে।" অনেক ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও অনিয়ম সাহসের সাথে মোকাবেলা করে নারী সাংবাদিকরাও দুর্নীতিবিরোধী প্রতিবেদন তৈরি এবং প্রকাশের মাধ্যমে দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলনে কার্যকর ভূমিকা পালন করবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশে দুর্নীতি বিষয়ক অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় পেশাদারী উৎকর্ষ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৯৯ সাল থেকে প্রতি বছর টিআইবি অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা পুরস্কার এবং ২০১০ সাল থেকে দেশের বিভিন্ন বিভাগীয়/স্থানীয় পর্যায়ে দুর্নীতি বিষয়ক অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় প্রশিক্ষণের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। একই সাথে ২০১২ সাল থেকে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা ফেলোশিপ কার্যক্রম চালু করেছে টিআইবি।

টিআইবি অনুসন্ধানী সাংবাদিক ফোরাম এর সভা অনুষ্ঠিত

দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলনে গণমাধ্যম সবসময়ই ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে থাকে। বাংলাদেশে দুর্নীতি বিষয়ক অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় পেশাদারী উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে টিআইবি'র অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা পুরস্কার প্রাপ্ত সাংবাদিকদের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে অনুসন্ধানী সাংবাদিক ফোরাম। ফোরামের সদস্যরা বিভিন্ন সময়ে টিআইবিকে নানা ধরণের পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করে থাকে। গত ১লা অক্টোবর ২০১৪ থেকে টিআইবি বিবেক (Building Integrity Blocks for Effective Change) শিরোনামে নতুন প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করেছে। বিবেক প্রকল্পটির উদ্দেশ্য এবং কার্যক্রম সম্পর্কে অনুসন্ধানী সাংবাদিক ফোরাম সদস্যদের অবহিত করা এবং প্রকল্পটি বাস্তবায়নে তাদের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ গ্রহণের পাশাপাশি অনুসন্ধানী সাংবাদিক ফোরামকে আরো কিভাবে সক্রিয় করা যায় এই উদ্দেশ্যে ২৯ মার্চ ধানমন্ডিস্থ টিআইবি কার্যালয়ে একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ফোরামকে কার্যকর করতে সাংবাদিকরা মূল্যবান মতামত তুলে ধরার পাশাপাশি বেশ কিছু সুনির্দিষ্ট কার্যক্ষেত্র চিহ্নিত করে ভবিষ্যতে টিআইবি'র কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার ক্ষেত্রে তাদের মূল্যবান মতামত প্রদান করেন।

বিবেক প্রকল্পের সাথে পরিচিত হলেন টিআইবি'র সদস্যবৃন্দ

দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলনের অন্যতম সহায়ক শক্তি টিআইবি'র সদস্যবৃন্দ। ১৯৯৭ সাল থেকে পরিচালিত হওয়া টিআইবি'র 'সদস্যপদ কার্যক্রম' এর সাথে যুক্ত রয়েছেন বিভিন্ন শ্রেণী, পেশার প্রায় সাড়ে তিন শতাধিক নাগরিক। দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনের পথচলায় বিভিন্নভাবে তাঁরা টিআইবি-কে তাঁদের মতামত, পরামর্শ দিয়ে এগিয়ে যেতে সাহায্য করছেন। এই আন্দোলনে সদস্যদের সম্পৃক্ততাকে আরও সুগঠিত করার লক্ষ্যে ৩০ মার্চ টিআইবি'র কনফারেন্স রুমে নতুন প্রকল্প 'বিল্ডিং ইন্টেগ্রিটি ব্লকস ফর ইফেকটিভ চেইঞ্জ - বিবেক' এর এক সংক্ষিপ্ত পরিচিতি সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সদস্যরা 'বিবেক' প্রকল্পের আওতায় টিআইবি'র কার্যধারা সম্পর্কে অবহিত হন। এই কার্যধারা অনুসারে সদস্যরা কীভাবে দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনে আরও কার্যকরভাবে ভূমিকা পালন করতে পারেন সেই প্রসঙ্গেও তাঁদের মতামত তুলে ধরেন।

স্ব স্ব প্রতিষ্ঠান ও সর্বস্তরের তরুণ পেশাজীবিদের মাঝে দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলন ছড়িয়ে দেয়ার অঙ্গীকার

টিআইবি'র অনুপ্রেরণায় গঠিত ইয়াং প্রফেশনালস এগেইনস্ট করাপশন (ওয়াইপ্যাক) সদস্যদের জন্য 'জাগ্রত বিবেক, দুর্জয় তারুণ্য, দুর্নীতি রুখবেই' এই শ্লোগানকে প্রতিপাদ্য করে ১৪ জানুয়ারি এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। টিআইবি'র করফারেন্স রুমে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে টিআইবি'র বর্তমান প্রকল্প বিল্ডিং ইন্টেগ্রিটি ব্লকস ফর ইফেক্টিভ চেইঞ্জ (বিবেক) সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা প্রদান করা হয় তরুণ পেশাজীবিদের। সেইসাথে এ প্রকল্পে ওয়াইপ্যাক সদস্যদের ভূমিকা কি হবে, কিভাবে সদস্যগণ কাজ করবেন সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

টিআইবি'র সকল বিভাগ ও ইউনিট এর কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করেন সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার ফজিলা খানম, শাহজাদা আকরাম, জাকির হুসেইন খান ও মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে ২২ জন ওয়াইপ্যাক সদস্য অংশগ্রহণ করেন। বিষয়ভিত্তিক আলোচনা ছাড়াও উন্মুক্ত আলোচনা পর্বে ওয়াইপ্যাক সদস্যগণ টিআইবি'র প্রতি তাদের প্রত্যাশা ব্যক্ত করার পাশাপাশি দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন পরিচালনায় নানা সমস্যা তুলে ধরে তা সমাধানে পরামর্শ প্রদান করেন। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীগণ ওয়াইপ্যাকের জন্য একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্মের পরামর্শ দেন যেখানে সারাদেশের তরুণ পেশাজীবিরা দুর্নীতি সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা বিনিময় করার সুযোগ পাবেন এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধ সোচ্চার হতে পারবেন। অনুষ্ঠানের শেষ ভাগে ওয়াইপ্যাক সদস্যগণ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে ও সর্বস্তরের তরুণ পেশাজীবিদের মাঝে দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলন ছড়িয়ে দেয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

উল্লেখ্য টিআইবি'র প্রাক্তন ইয়ুথ এনগেজমেন্ট এন্ড সাপোর্ট (ইয়েস) সদস্য যারা এখন তরুণ পেশাজীবি হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেছেন তাদের নিয়ে ইয়াং প্রফেশনালস এগেইনস্ট করাপশন (ওয়াইপ্যাক) গঠিত হয়েছে।

বাউইন-টিআইবি ও ডিইউআরপি-কুয়েট এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

খুলনার ময়ূর নদী ও এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অবৈধ দখল, পানি খাতে সততা ও স্বচ্ছতা এবং সুশাসনের অন্যান্য চ্যালেঞ্জ বিষয়ক গবেষণা ও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারনেশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এর উদ্যোগে গঠিত বাংলাদেশ ওয়াটার ইন্টেগ্রিটি নেটওয়ার্ক-বাউইন ও খুলনা ইউনির্ভাসিটি অফ ইনজিনিয়ারিং টেকনোলজী (কুয়েট) এর ডিপার্টমেন্ট অফ আরবান এন্ড রিজিওনাল প্ল্যানিং (ডিইউআরপি) এর মধ্যে ১৫ ফেব্রুয়ারি একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। ফেব্রুয়ারি ২০১৫ থেকে জুন ২০১৬ মেয়াদে এ সমঝোতার আওতায় উল্লেখিত বিষয়ে ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং স্টাডি পরিচালনা করা হবে। স্টাডিতে প্রাপ্ত ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে পরবর্তীতে জনসচেতনতা ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে মতবিনিময় মূলক কর্মশালা ইত্যাদি অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

টিআইবি-বাউইন এর পক্ষে সচেতন নাগরিক কমিটি-সনাক খুলনা'র সভাপতি জনাব বেগম ফেরদৌসী আলী ও কুয়েট-ইউআরপি এর পক্ষে উক্ত ডিপার্টমেন্টের প্রধান ও সহকারী অধ্যাপক জনাব তুষার কান্তি রায় স্মারকে স্বাক্ষর করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সনাক খুলনার সহ-সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ আব্দুল কাইয়ুম ও রোজী রহমান, ইউআরপি ডিপার্টমেন্ট এর সহকারী অধ্যাপক এসরাজ উজ-জামান প্রমূখ।

বাউইন-টিআইবি এবং খুলনা ওয়াসা'র মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

খুলনা ওয়াসা'র সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পানি খাতে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এর উদ্যোগে গঠিত বাংলাদেশ ওয়াটার ইন্টিগ্রিটি নেটওয়ার্ক (বাউইন) প্রকল্প ও খুলনা ওয়াসা'র মধ্যে ২২ এপ্রিল একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। ১ মার্চ ২০১৫ থেকে ৩০ নভেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত মেয়াদের এ সমঝোতার উদ্দেশ্য হলো খুলনা ওয়াসায় শুদ্ধাচার চর্চা বৃদ্ধির জন্য যৌথ সহযোগিতায় সংশ্লিষ্টদের কারিগরি জ্ঞান, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং ওয়াসা'র কার্যক্রমে স্থানীয় জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিত করা ও বিষয়ভিত্তিক অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করা। সমঝোতা স্মারকে বাউইন এর পক্ষে স্বাক্ষর করেন টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান এবং খুলনা ওয়াসা'র পক্ষে স্বাক্ষর করেন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) ড. মো. আলমগীর হোসেন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সনাক খুলনার সহ-সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ আব্দুল কাইয়ুম এবং ওয়াসা'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আব্দুল্লাহ।

সিএফজি সংবাদ

জলবায়ু তহবিলের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতে স্থানীয় উদ্যোগ জরুরি

"আমরা এখন জানি যে জলবায়ু পরিবর্তন কি, জলবায়ু পরির্তনের প্রভাবে আমাদের হাওড় এলাকার মানুষের প্রত্যাহিক জীবনে এর প্রভাব ও পরিবর্তনসমূহ। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে যদিও আমরা ঝুঁকির মধ্যে আছি কিন্তু স্বস্তির বিষয় এই যে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় এই এলাকার মানুষের অভিযোজনের জন্য সরকার ইতিমধ্যেই কিছু প্রকল্প হাতে নিয়েছে। আমাদের উচিৎ এলাকার অধিবাসী হিসেবে জলবায়ু প্রকল্পের অর্থ সঠিকভাবে ব্যবহার হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করতে ওয়াচডগের ভূমিকা পালন করা এবং এটা করা আমাদের দায়িত্বও বটে।" কথাগুলো বলছিল জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করা সুনামগঞ্জ সনাকের একজন ইয়েস সদস্য।

[জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন নিশ্চিতকরণে ধারাবাহিক কাজের অংশ হিসেবে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) সিলেট ও সুনামগঞ্জ সনাকে যথাক্রমে ৩০ ও ৩১ মার্চ সনাক সদস্য, স্বজন, ইয়েস, ইয়েস ফ্রেন্ডস এর অংশগ্রহণে ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামের আয়োজন করে। মুলত অংশগ্রহণকারীদের বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়ন বিষয়ক পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া সম্বন্ধে সচেতন করা এবং এ কাজে তাদের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করতে এ ওরিয়েন্টেশন এর আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে ৪৩ জন নারীসহ সর্বমোট ১৭৫ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন যাদের মধ্যে সনাক ও ইয়েস সদস্য, স্বজন, ইয়েস ফ্রেন্ডসসহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা ছিলেন। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীরা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, মাঠ পর্যায়ে জলবায়ু প্রকল্প বাস্তবায়নের বাস্তব অবস্থা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সাথে প্রকল্প বাস্তবায়নে করণীয় সম্বন্ধে তাদের অভিজ্ঞতা ও অভিমত তুলে ধরেন।

সনাক সংবাদ

জনগণের মুখোমুখি জনপ্রতিনিধি: জবাবদিহিমূলক শক্তিশালী স্থানীয় সরকার গঠনের হাতিয়ার

স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী, স্বচ্ছ ও জবাবদিহি করতে প্রয়োজন জনগণ ও পরিষদের যৌথ উদ্যোগ। এ উপলব্ধিকে সামনে রেখে ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ সনাক, বরগুনার আয়োজনে ২নং গৌরিচন্না ইউনিয়নের লাকুলতলা সোনার বাংলা স্কুল মাঠে 'জনতার মুখোমুখি জনপ্রতিনিধি' অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আলোচনায় উপস্থিত বক্তারা স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি পরিষদের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও জনগণের সম্পৃক্ততার আহ্বান জানায়। জনপ্রতিনিধিরা ইউনিয়ন পরিষদের দুর্নীতি ও অনিয়ম প্রতিরোধে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য ঐক্যমত পোষণ করেন এবং এ ব্যাপারে জনগণের সহযোগিতা কামনা করেন। তারা নিয়মিতভাবে এ ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য সনাক-এর প্রতি অনুরোধ জানান।

সনাক সভাপতি আলহাজ্ব আবদুর রব ফকির এর সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বরগুনা সদর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা গোলাম মোহাম্মদ ভূঁইয়া। জনগণের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন ২নং গৌরিচন্না ইউনিয়নের চেয়াম্যান মো. মনিরুল ইসলাম, সদস্য মোসা. জুলাইখা বেগম এবং মো. আফজাল হোসেন। তারা ইউনিয়ন পরিষদ পরিচালিত ভিজিএফ, ভিজিডি, গভীর নলকূপ স্থাপন, রাস্তা, খাল সংস্কার, ৪০ দিনের কর্মসৃজন কর্মসূচি ইত্যাদি কার্যক্রমের সীমাবদ্ধতা তুলে ধরেন। ইউপি সদস্যরা ইউনিয়ন পরিষদের চলমান কার্যক্রম ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা সম্পর্কে উপস্থিত জনসাধারণকে অবহিত করেন এবং কার্যক্রম বাস্তবায়নে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা গোলাম মোহাম্মদ ভূঁইয়া পরিষদের বিভিন্ন কার্যক্রমে জনগণকে আরও সচেতনতার সাথে তদারকির পাশাপাশি অনিয়ম দেখলে তার প্রতিবাদ করার আহ্বান জানান।

স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সমস্যা সমাধানে কর্তৃপক্ষের দৃঢ় প্রত্যয়

সনাক, নালিতাবাড়ীর উদ্যোগে ৪ মার্চ ২০১৫ স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সনাক সভাপতি সরকার গোলাম ফারুকের সভাপতিত্বে নালিতাবাড়ী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার কার্যালয়ে সনাক ও স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সনাক কর্তৃক হাসপাতালের বিদ্যমান সমস্যা জরুরি বিভাগে সার্বক্ষণিক মেডিকেল অফিসার উপস্থিত না থাকা, প্রাথমিক ঔষধ স্বল্পতা, দায়িত্বপ্রাপ্ত ডাক্তারের তালিকা ও ফোন নম্বর না থাকা, বহির্বিভাগে সময়মত ডাক্তার না পাওয়া, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভাব, নারীদের ঔষধ কাউন্টার বন্ধ থাকা, মেইন গেইটের পাশে আবর্জনা থাকা, অন্তর্বিভাগে বেশির ভাগ ঔষধ না পাওয়া ইত্যাদি সমস্যাসমূহের বিষয়ে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। এছাড়াও সভায় ডাক্তারদের ব্যবহারে ইতিবাচক পরিবর্তন, খাবারের মানের উন্নতি, বিভিন্ন সেবামূল্য তালিকা প্রদর্শন এবং সার্বিক সেবার মানে

সেবাগ্রহীতাদের সন্তুষ্টির মাত্রা বৃদ্ধি ইত্যাদি ইতিবাচক দিকও

উল্লেখ করা হয়। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মো. রফিকুল ইসলাম উল্লিখিত সমস্যাসমূহ সমাধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। নালিতাবাড়ী পৌরসভার মেয়র মো. আনোয়ার হোসেন পরিচ্ছন্নতাকর্মীর দ্বারা হাসপাতালের আবর্জনা পরিষ্কার করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। সভায় সনাক সদস্য মো. মকবুল হোসেন নতুন প্রকল্পে সনাকের কাজের ফলে হাসপাতালে প্রত্যাশিত পরিবর্তনের বিষয়টি তুলে ধরেন। সনাক সভাপতি স্বাস্থ্যসেবার মান বৃদ্ধি করতে এবং সে লক্ষ্যে হাসপাতালে কর্তৃপক্ষকে সনাক-এর পক্ষ থেকে সব ধরনের সহযোগিতা করার আশ্বাস ব্যক্ত করেন।

সনাক কার্যক্রমে শিক্ষা কর্তৃপক্ষের সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস

"সনাক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে ইতিবাচক পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছে। সনাক সহায়ক শক্তি হিসেবে সরকারের নীতমালার মধ্যে থেকেই কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে, যা আমাদের কাজকে আরো সহজ করে" জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা দিলরুবা বেগম সনাক, চাঁপাইনবাবগঞ্জের উদ্যোগে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ৯ মার্চ ২০১৫ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয়ে শিক্ষা কর্তৃপক্ষের সাথে সনাক-এর মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন হয়। এছাড়া তিনি সনাক-এর কর্মসূচিতে তার পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন এবং বিদিরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও আমনুরা তোফির উদ্দীন স্মৃতি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এসএমসি'র সভাপতি ও শিক্ষকগণকে এ ব্যাপারে সর্বাত্মক সহযোগিতার জন্য অনুরোধ করেন। সনাক-এর শিক্ষা বিষয়ক উপ-কমিটির আহ্বায়ক গোলাম ফারুক মিথুন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন সদর উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা শামীম আহমেদ খান; সদর উপজেলা সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা মো. সাজ্জাদ হোসেন।

সভায় বিদিরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও আমনুরা তোফির উদ্দীন স্মৃতি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার মানোন্নয়নে সমস্যা, প্রতিবন্ধকতা ও তা দূরীকরণে করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। বিশেষ অতিথি সদর উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা শামীম আহমেদ খান বলেন, সনাক-টিআইবি'র কার্যক্রম শিক্ষা অধিদপ্তরের নির্দেশিত কাজের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। তাই তাদের সকল কাজে বরাবরের মত আগামীতেও উপজেলা শিক্ষা অফিসের পক্ষ থেকে সম্ভব সব ধরনের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে। বিদ্যালয়গুলোতে আগামীতে সনাকের কার্যক্রমের পরিকল্পনা তুলে ধরেন সনাক সভাপতি সেলিনা বেগম। সভায় সনাক ও স্বজন সদস্য, বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক, বিদ্যালয় ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি, টিআইবি কর্মকর্তা এবং ইয়েস সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের জবাবদিহিতা: উন্নত স্বাস্থ্যসেবা

'সনাক এর কাজের ফলে হাসপাতালের সেবার মানের উন্নতি ঘটেছে এবং কর্তৃপক্ষের জবাবদিহিতাও বেড়েছে' - সনাক, বরিশালের উদ্যোগে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সাথে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. মো. দেলোয়ার হোসেন এ কথা বলেন। বরিশাল জেনারেল হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির সভাকক্ষে ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ সনাক-এর স্বাস্থ্য বিষয়ক উপ-কমিটির আহ্বায়ক নূরজাহান বেগম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন সনাক এর স্বাস্থ্য বিষয়ক উপ-কমিটির সদস্য ডা. সৈয়দ হাবিবুর রহমান।

সভায় সনাক এর বিগত দিনের কার্যক্রম এবং কার্যক্রমের ফলে সংঘটিত পরিবর্তনসমূহ তুলে ধরা হয়। হাসপাতালের ইতিবাচক পরিবর্তনের মধ্যে রয়েছে-বর্তমানে হাসপাতালে সকল ধরনের বিশেষজ্ঞ ডাক্তার থাকা, বহির্বিভাগে অপেক্ষমান রোগীর বসার জন্য পর্যাপ্ত বেঞ্চ থাকা, পূর্বের তুলনায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা উন্নত, রোগী কল্যাণ তহবিলের সহায়তার পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া, সকল ভবন ও কক্ষের নম্বর প্রদান করায় সেবাগ্রহীতাদের সুবিধা হওয়া ইত্যাদি। এছাড়া সভায় বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যা যেমন- অবকাঠামোগত সমস্যা, জরুরি মেরামত কার্যক্রমে দীর্ঘসূত্রিতা, নিরাপত্তা প্রহরীর পদ না থাকা, চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী বিশেষ করে সুইপারের ঘাটতি থাকা, নার্সদের প্রেষণে অন্যত্র বদলী, রান্নাঘরে আধুনিক চুলার অভাব ও সংযুক্ত ফ্যান না থাকা, স্টোর রুম ও রোগী কল্যাণ সমিতির সভাকক্ষে বৃষ্টির সময়ে পানি পড়া, বিশুদ্ধ খাবার পানির অভাব, ঔষধ কোম্পানির প্রতিনিধিগণ রোগী দেখার সময়ে হাসপাতালে ভীড় জমানো ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়।

মা সমাবেশ : শিক্ষা কর্তৃপক্ষের জবাবদিহিতা নিশ্চিতের উদ্যোগ

সনাক, পটিয়া'র উদ্যোগে ২৩ মার্চ ২০১৫ হাইদগাঁও কাজীপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার মানোন্নয়নে মা সমাবেশ এর আয়োজন করা হয়। বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি কাজী মোক্তার আহমদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মা সমাবেশে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পটিয়া উপজেলার সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা সৈয়দ আবু সুফিয়ান, সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা দ্বীজেন ধর প্রমুখ। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবদুল খালেক, সহকারী শিক্ষক নেপাল কৃষ্ণ মজুমদার এবং মায়েদের পক্ষে মনোয়ারা বেগম, ডেজি আকতার ও কামরুন্নাহার প্রমুখ।

সমাবেশে মায়েরা বিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ ও শিক্ষকদের আন্তরিকতার জন্য ধন্যবাদ জানানোর পাশাপাশি মায়েরা সন্তানদের শ্রেণিকক্ষে বসার অসুবিধার কথা তুলে ধরেন। সমাবেশে উপস্থিত মায়েরা বিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষ বৃদ্ধির দাবি জানান এবং একই সাথে রাস্তার পাশে সীমানা প্রাচীর নির্মাণের জন্য অনুরোধ করেন। অতিথির বক্তব্যে উপজেলা সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা সৈয়দ আবু সুফিয়ান বলেন, "এই বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান সন্তোষজনক। আমরা বিদ্যালয়ের শিক্ষার মানোন্নয়নে অভিভাবকদের আরও সক্রিয় ভূমিকা রাখার অনুরোধ জানাচ্ছি।" উপজেলা সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা সনাক-টিআইবির প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, এ বিদ্যালয়ের পরিবেশ ও পড়ালেখার উন্নতির জন্য সনাক-টিআইবির অবদান অনস্বীকার্য।

স্বপ্নিল আগামীর পথে তারুণ্যের জাগরণ

"আমাদের দেশে দুর্নীতি করে ভদ্রলোকেরা। একজন কৃষক বা একজন গার্মেন্টসকর্মী বা খেটে খাওয়া মানুষ দুর্নীতি করে না।" সনাক, সিলেট এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ইয়ুথ এনগেজমেন্ট অ্যান্ড সাপোর্ট (ইয়েস) এবং ইয়েস ফ্রেন্ডস গ্রুপের উদ্যোগে ৯ ও ১১ ফেব্রুয়ারি দুই দিনব্যাপী 'স্বপ্নিল আগামীর পথে তারুণ্যের জাগরণ' শীর্ষক অনুষ্ঠানের সমাপনী দিনে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে এক সংলাপে বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক ও শিক্ষক ড. মুহাম্মদ জাফর ইকবাল এ কথা বলেন। তিনি আরও বলেন, এই সহস্রাব্দের সম্পদ হচ্ছে জ্ঞান। বাংলাদেশের চার কোটি স্কুলে যাওয়া ছেলেমেয়েকে যদি সঠিকভাবে লেখাপড়া করানো যায় তবে বাংলাদেশের সম্পদের কাছে পৃথিবীর অন্য কোন দেশ আসতে পারবে না। বাংলাদেশেকে এখন পর্যন্ত চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে গরিব মানুষেরা কিন্তু এখন তরুণদের দায়িত্ব তাদের পাশে দাঁড়ানো এবং নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে দেশের দায়িত্ব গ্রহণ করা।

১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ সনাক সিলেট এর সহ-সভাপতি সমিক সহিদ জাহান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত 'স্বপ্নিল আগামীর পথে তারুণ্যের জাগরণ' অনুষ্ঠানের সমাপনী আয়োজনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সনাক সদস্য সৈয়দ মনির আহমদ এবং ইয়েস এর পক্ষে বক্তব্য রাখেন ইয়েস দলনেতা জনি রঞ্জন দে। অনুষ্ঠানে সিলেটের মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি, লিডিং ইউনিভার্সিটি, নর্থ ইস্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ ও সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে কুইজ, উপস্থিত বক্তৃতা, দুর্নীতিবিরোধী শ্লোগান ও তারুণ্যের জাগরণ

শীর্ষক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা এবং স্বপ্নিল বাংলাদেশ বিষয়ক দেয়ালপত্রিকার জন্য পুরস্কার বিতরণ করা হয়। উপস্থিত অতিথি এবং দর্শকবৃন্দ ড. মুহাম্মদ জাফর ইকবাল এর নেতৃত্বে দুর্নীতিবিরোধী শপথ গ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য, আয়োজনের প্রথম দিন ০৯ ফেব্রুয়ারি দুর্নীতিবিরোধী কুইজ এবং উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় সূচনা বক্তব্য রাখেন নর্থ-ইস্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের উপাচার্য ড. এম খলিলুর রহমান। পরে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বিষয়ক একটি ওরিয়েন্টেশন এর আয়োজন করা হয়।

অ্যাডভোকেসি অ্যান্ড লিগ্যাল অ্যাডভাইস সেন্টার (অ্যালাক) কার্যক্রম শুরু

দুর্নীতির শিকার বা দুর্নীতির চাক্ষুস প্রত্যক্ষদর্শী ব্যক্তির অভিযোগ গ্রহণ ও অভিযোগ বিশদভাবে বিশ্লেষণ করে করণীয় সম্পর্কে বিনামূল্যে আইনী পরামর্শ প্রদান করা, সচেতনতা তৈরি, দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়েরে উদ্বুদ্ধ করা অ্যাডভোকেসি অ্যান্ড লিগ্যাল অ্যাডভাইস সেন্টার (অ্যালাক) এর প্রধান উদ্দেশ্য। এ লক্ষ্যে ২৪ মার্চ টিআইবি'র অনুপ্রেরণায় গঠিত সনাক, খুলনার তত্ত্বাবধানে 'অ্যালাক' কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক সূচনা করা হয়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার, জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন এবং ভূমি ইস্যুতে সংঘটিত দুর্নীতির শিকার এবং দুর্নীতি প্রত্যক্ষকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে আইনী পরামর্শ প্রদানের জন্য 'অ্যালাক' সক্রিয়ভাবে কাজ করবে।

সনাক, খুলনার সভাপতি বেগম ফেরদৌসী আলীর সভাপতিত্বে আয়োজিত উক্ত অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সনাক-এর অ্যালাক বিষয়ক উপ-কমিটির আহ্বায়ক শামীমা সুলতানা শীলু এবং শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সনাক সদস্য ও সাবেক সভাপতি অধ্যাপক মোহাম্মদ জাফর ইমাম। টিআইবি'র সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার মো. হাসান আলী 'অ্যালাক' শীর্ষক একটি উপস্থাপনার মাধ্যমে এবিষয়ে বিস্তারিত ধারণা প্রদান করেন। মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন খুলনা জেলার পাবলিক প্রসিকিউটর অ্যাডভোকেট অলকানন্দা দাস, খুলনা সিটি কর্পোরেশনের প্যানেল মেয়র রুমা খাতুন প্রমূখ।

দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনে স্থানীয় সাংবাদিকদের যৌথভাবে কাজ করার অঙ্গীকার

সনাক, মাদারীপুর এর উদ্যোগে ৩১ মার্চ 'দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন গতিশীল করতে সাংবাদিকদের ভূমিকা' শীর্ষক এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। সভায় টিআইবি'র নতুন প্রকল্প বিল্ডিং ইন্টিগ্রিটি ব্লকস ফর ইফেক্টিভ চেঞ্জ (বিবেক) সম্পর্কে সাংবাদিকদের ধারণা প্রদান করা হয়। দুর্নীতির কারণে দেশের সাধারণ মানুষ কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলনে সাংবাদিকরা কীভাবে আরো কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারেন সভায় সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সভায় স্বাগত বক্তব্যে সনাক সভাপতি খান মো. শহীদ বলেন, আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে দুর্নীতি সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রধান বাধা। এটি এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে প্রত্যেকের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সংযোগ রয়েছে। অনেক ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও মাদারীপুরের সংবাদকর্মীরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও অনিয়ম সাহসের সাথে মোকাবেলা করে দুর্নীতিবিরোধী প্রতিবেদন তৈরি এবং প্রকাশের মাধ্যমে মাদারীপুরের দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলনে কার্যকর ভূমিকা পালন করবেন বলে সনাক সভাপতি আশা প্রকাশ করেন। জেন্ডার বিষয়ক উপ-কমিটির আহ্বায়ক ইয়াকুব খান শিশির দুর্নীতির কারণে নারী কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলনে নারী সাংবাদিকরা কীভাবে অবদান রাখতে পারে সে বিষয়ে আলোচনা করেন।

সভায় স্থানীয় সংবাদকর্মীরা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, স্থানীয় সরকার, ভূমি এবং জলবায়ু অর্থায়ন খাতে সুশাসন এবং দুর্নীতি হ্রাসে অধিক সহায়ক পরিবেশ প্রবর্তিত করার লক্ষ্যে সনাক এর সাথে যৌথভাবে কাজ করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপনের মাধ্যমে দুর্নীতিবিরোধী জনসচেতনতা সৃষ্টি

সনাক-এর উদ্যোগে জানুয়ারি-মার্চ ২০১৫ সময়কালে নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও মহান শহীদ দিবস, আন্তর্জাতিক নারী দিবস, বিশ্ব পানি দিবস এবং মহান স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। সনাক-এর উদ্যোগে আবার ক্ষেত্র বিশেষে কোনো কোনো এলাকায় সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথ উদ্যোগে এসব দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, সুশীল সমাজ, শিক্ষক-শিক্ষার্থী, স্বজন, ইয়েস, ইয়েস ফ্রেন্ডস্ এবং এলাকার বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ এসব কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন।

মহান শহীদ ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

'একুশের চেতনায়, জাগ্রত বিবেক, দুর্নীতি রুখবেই - চাই সুশাসন, জবাবদিহিমূলক গণতন্ত্র, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, সম-অধিকার; চাই সহিংসতামুক্ত ও দুর্নীতিমুক্ত প্রিয় স্বদেশ' এই এই স্লোগান নিয়ে ইয়েস ও সনাক ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানোর মাধ্যমে যথাযথ মর্যাদায় ২১ ফেব্রুয়ারি মহান শহীদ ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন করে। দিবসটি উপলক্ষে ইয়েস-সনাক দিবসের প্রথম প্রহরে সংশ্লিষ্ট সনাক এলাকায় স্থানীয় শহীদ মিনারে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ও পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শহীদদের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন। দিবসের কর্মসূচিতে বক্তারা একুশের চেতনায় স্বাধীনতার স্বপ্ন পূরণে সকল শ্রেণি ও পেশার মানুষকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার এবং দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনে সম্পৃক্ত হওয়ার আহ্বান জানান।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস

'ক্ষমতায়িত নারী, জাগ্রত বিবেক, দুর্নীতি রুখবেই' এই প্রতিপাদ্য নিয়ে বিভিন্ন সনাক-এর উদ্যোগে ৮ মার্চ নানা কর্মসূচির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপিত হয়। উল্লেখযোগ্য কর্মসূচির মধ্যে ছিল র‍্যালি, মানববন্ধন, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। দিবসের বিভিন্ন কর্মসূচিতে উপস্থিত বক্তাগণ বাংলাদেশের সংবিধান এবং সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের আলোকে নারী-পুরুষের সম-অধিকার এবং উন্নয়নে নারীর অংশীদারিত্ব নিশ্চিতকরণে জোর দাবির পাশাপাশি নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান। বক্তারা বলেন, "নারীর ক্ষমতায়ন এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ আন্তঃসম্পর্কে আবদ্ধ।" একদিকে দুর্নীতি যেমন নারীর ক্ষমতায়নকে বাধাগ্রস্ত করে, অন্যদিকে নারীর ক্ষমতাহীনতা দুর্নীতির সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে। তাই নারীর অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য নারীদের সু-শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে, নিজের অধিকার সম্পর্কে জানতে হবে এবং নিজের অধিকার আদায় করে নিতে হবে। বাংলাদেশে দুর্নীতি প্রতিরোধ, সামাজিক ন্যায়বিচার, আইনের শাসন, গণতন্ত্র, সমঅধিকার এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকারি বেসরকারি সংস্থাগুলোকে একযোগে, একই লক্ষ্যে কাজ করতে হবে। বক্তারা বলেন, "যতক্ষন পর্যন্ত না নারীদেরকে ক্ষমতায়িত না করা যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত মানবতার উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই নারীর ক্ষমতায়নে আমাদের সকলকে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে হবে।"

নারী দিবস উপলক্ষে সমতাভিত্তিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে সনাক ও টিআইবি'র পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট সুপারিশমালার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা-২০১১ এর পূর্ণ বাস্তবায়ন করতে প্রণীত জাতীয় কর্মকৌশল সুনির্দিষ্ট সময়াবদ্ধ উপায়ে বাস্তবায়ন করা; নারীর অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যমান আইনের যথাযথ বাস্তবায়নে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসহ সকল বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা; 'গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ (সংশোধন) আইন ২০০৯' অনুযায়ী রাজনৈতিক দলগুলোকে নারী প্রার্থী মনোনয়ন বৃদ্ধি করা।

টিআইবি ও সনাক কর্তৃক উদ্‌যাপিত দিবসের বিভিন্ন কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সংসদ সদস্য, সরকারি কর্মকর্তা, স্কুল কলেজের শিক্ষাক-শিক্ষার্থী, সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, জনপ্রতিনিধি, এনজিও প্রতিনিধি ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দসহ সনাক, স্বজন, ইয়েস, ইয়েস ফ্রেন্ডস। উল্লেখ্য, কোন কোন সনাক জেলা ও উপজেলা প্রশাসন এবং উপজেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সাথে যৌথ উদ্যোগে দিবসটি উদ্‌যাপন করে।

বিশ্ব পানি দিবস

টিআইবি'র অনুপ্রেরণায় গঠিত সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) এবং বাংলাদেশ ওয়াটার ইন্টেগ্রিটি নেটওয়ার্ক (বাউইন)এর উদ্যোগে বিশ্ব পানি দিবস উপলক্ষে 'পানি ও টেকসই উন্নয়ন' এই প্রতিপাদ্য নিয়ে নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে স্থানীয় পর্যায়ে দিবসটি উদ্‌যাপিত হয়। কর্মসূচির মধ্যে ছিল র‍্যালি, মানববন্ধন, সেমিনার, আলোচনা সভা ইত্যাদি। দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে বিভিন্ন সনাক এবং বাংলাদেশ ওয়াটার ইন্টেগ্রিটি নেটওয়ার্ক (বাউইন) এর পক্ষ থেকে 'বাংলাদেশ পানি আইন ২০১৩'র আশু বাস্তবায়ন, প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন, নদীসহ জলাশয় ও জলমহালসমূহ বেআইনী দূষণ ও অবৈধ দখলমুক্ত করাসহ দোষীদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়।

দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয়ের আলোকে বক্তারা বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে সুব্যবস্থা গ্রহণ এবং অপরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন জলাশায় ভরাট বন্ধে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহকে কার্যকর ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান। তাঁরা বলেন, যদি পানি ব্যবস্থাপনায় সুশাসন ও শুদ্ধাচার নিশ্চিত করা না যায় তাহলে জনস্বাস্থ্য, খাদ্য নিরাপত্তা, শিল্প উন্নয়ন এবং বাস্তসংস্থানসহ মানুষের জীবন ও জীবিকা হুমকির সম্মুখীন হবে। বক্তারা আরও বলেন, নিরাপদ পানি প্রাপ্তির নিশ্চয়তা একটি মৌলিক অধিকার। তাই পানি সম্পদে সকলের অধিকার নিশ্চিত করার পূর্বশত হিসেবে এই খাতে সততা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

পানি খাতে শুদ্ধাচার নিশ্চিত করে টেকসই উন্নয়নের জন্য জাতীয় পর্যায়ে এবং বিভিন্ন সনাক এলাকায় মানববন্ধন থেকে উত্থাপিত উল্লেখযোগ্য সুপারিশ হলো: 'বাংলাদেশ পানি আইন ২০১৩'র আশু বাস্তবায়ন এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন সংগতিপূর্ণ ও সঠিকভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা; নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য মিউনিসিপ্যালিটি/সিটি কর্পোরেশনগুলোতে ওয়াসার মত স্বতন্ত্র নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান গঠন করা; পানি সম্পর্কিত মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের মধ্যকার কার্যকর সমন্বয় নিশ্চিত করা; প্ল্যানিং কমিশনের ডিপিপি পুনঃ নিরীক্ষা করা, যাতে করে নিশ্চিত হওয়া যায় যে প্রকল্পগুলো পরিবেশগত শুদ্ধাচার মানদণ্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। এছাড়াও পানি সম্পদ খাতে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর সরাসরি অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। মানববন্ধনস বিভিন্ন কর্মসূচিতে সরকারি বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধি, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী, সাংবাদিক, সনাক, স্বজন, ইয়েস ও ইয়েস ফ্রেন্ডস্ গ্রুপের সদস্য এবং টিআইবি'র কর্মীবৃন্দসহ বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

মহান স্বাধীনতা দিবস

'দুর্নীতি মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পরিপন্থী' এই স্লোগানে মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন সনাক এর উদ্যোগে স্থানীয় পর্যায়ে নানা কর্মসূচি পালিত হয়। কর্মসূচির মধ্যে ছিল মহান শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশে পুস্পার্ঘ অর্পণ, প্রভাত ফেরি, র‍্যালি, আলোচনা সভা, মানববন্ধন ইত্যাদি। দিবসের বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীরা স্বাধীনতা যুদ্ধের বীর শহীদদের আত্মত্যাগ ও অবদানের কথা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে বলেন, "মহান স্বাধীনতার চেতনাকে সকলের অন্তরে লালন করতে হবে। দুর্নীতি মহান স্বাধীনতার চেতনার পরিপন্থী। তাই স্বাধীনতার চেতনাকে ধারণ করে দেশ থেকে দুর্নীতিকে প্রতিহত করতে হবে এবং দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী অবস্থানে নিয়ে যেতে হবে।" বিভিন্ন কর্মসূচিতে ইয়েস, ইয়েস ফ্রেন্ডস সদস্য এবং বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভ্রাম্যমাণ তথ্য ও পরামর্শ ডেস্ক

বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ সরকারি স্বাস্থ্য সেবা দানকারী প্রতিষ্ঠান ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিদিন কয়েক হাজার মানুষ এই হাসপাতালে আসে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের জন্য। আর এই সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের তথ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জনগণের জন্য সেবা সংক্রান্ত তথ্য প্রাপ্তি সহজতর করা এবং তথ্য জানার চাহিদা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ঢাকার বিভিন্ন ইয়েস দলের সদস্যদের উদ্যোগে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বহির্বিভাগে ৪-৫ মার্চ এবং ১১-১২ মার্চ ২০১৫ চার দিনব্যাপি ভ্রাম্যমাণ তথ্য ও পরামর্শ কর্মসূচি পালিত হয়। এ লক্ষে ইয়েস সদস্যরা হাসপাতালের তথ্য সম্পর্কিত ১৬,০০০ ভাঁজপত্র সেবা গ্রহিতাদের মধ্যে বিতরণ করে। তথ্য ও পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করা হয় ৮,৯৭০ জনকে যাদের মধ্যে ৪,১৬০ জন নারী। ঢামেকহা'র বহির্বিভাগে তথ্য কেন্দ্রে আয়োজিত এ কর্মসূচিতে হাসপাতালে সেবা নিতে আসা জনসাধারণকে ইয়েস সদস্যরা স্বাস্থ্য সেবা সংক্রান্ত নানারকম তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করে। সেবা গ্রহিতারা তাদের নানা ধরনের অভিজ্ঞতা এবং অভিযোগ ইয়েস সদস্যদের মন্তব্য খাতায় লিখে জানান। পাশাপাশি তারা ইয়েসদের এ ধরণের স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজের উদ্যোগকে স্বাগত জানান।

নারী পাতা

ক্ষমতায়িত নারী, জাগ্রত বিবেক, দুর্নীতি রুখবেই

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। এ বছর টঘ ডড়সবহ ঘোষিত প্রতিপাদ্য "নারীর ক্ষমতায়নকে মানবতার ক্ষমতায়ন হিসেবে তুলে ধর" (Empowering Women, Empowering Humanity: Picture it!)। টিআইবি মনে করে, ক্ষমতা কাঠামোতে জবাবদিহিতার ঘাটতি সমাজে দুর্নীতি বৃদ্ধির পাশাপাশি ন্যায়বিচার, আইনের শাসন এবং সকলের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠায় অন্তরায় যা প্রতিরোধে নারীর ক্ষমতায়ন অন্যতম পূর্বশর্ত। এজন্য আইনী ও প্রাতিষ্ঠানিক বাধ্যবাধকতার পাশাপাশি চাই নারী-পুরুষের সমঅধিকারের প্রতি সংবেদনশীল বিবেক। আর এ জন্য এ বছর নারী দিবসে টিআইবি'র মূল প্রতিপাদ্য "ক্ষমতায়িত নারী, জাগ্রত বিবেক, দুর্নীতি রুখবেই"। প্রতিবছরের ন্যায় এবারও টিআইবি সনাক ও জাতীয় পর্যায়ে নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে এ দিবসটি উদ্‌যাপন করেছে।

নারী-পুরুষসহ সকল ধর্ম, বর্ণ, গোত্র ও শ্রেণীর মানুষের সমতাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান। সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতা নিশ্চিত করে ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক প্রণীত সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র, ১৯৬৬ সালে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ক চুক্তি (আইসিইএসসিআর) এবং আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক চুক্তি (আইসিসিপিআর), ১৯৮৪ সালে নারীর প্রতি সকল ধরনের বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডও), ১৯৯৫ সালে বেইজিং একশন এবং সর্বোপরি ২০০০ সালে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষমাত্রা (এমডিজি)-তে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ নারীর ক্ষমতায়নে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

নারীর ক্ষমতায়ন এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ আন্তঃসম্পর্কে আবদ্ধ। একদিকে দুর্নীতি যেমন নারীর ক্ষমতায়নকে বাধাগ্রস্ত করে, অন্যদিকে নারীর ক্ষমতাহীনতা দুর্নীতির সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে। সমাজে চলমান দুর্নীতির সবচেয়ে বেশি শিকার হচ্ছে নারী। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই)-এর বৈশ্বিক দুর্নীতি পরিমাপক-২০১৩ অনুযায়ী, পুরুষের চেয়ে নারী তুলনামূলক বেশি বিশ্বস্ত এবং কম দুর্নীতিগ্রস্ত। বিশ্বব্যাপী নারীরা পুরুষের চেয়ে ঘুষ প্রদানের ক্ষেত্রেও বেশি অনাগ্রহী। উক্ত পরিমাপক অনুযায়ী, বৈশ্বিকভাবে ২০১৩ সালে ২৭% পুরুষ যেখানে কমপক্ষে একটি প্রতিষ্ঠানে ঘুষ প্রদান করেছে, সেখানে নারীর ক্ষেত্রে এই হার ২২%। টিআইবি'র জাতীয় খানা জরিপ-২০১২ অনুযায়ী, বাংলাদেশে অত্যাবশ্যকীয় সেবাখাত বিশেষ করে শিক্ষা, স্থানীয় সরকার, বিদ্যুৎ, শ্রম অভিবাসন, সামাজিক নিরাপত্তা প্রভৃতি খাতে পুরুষের তুলনায় নারী দুর্নীতির শিকার হচ্ছে বেশি। সামাজিক নিরাপত্তা খাতে সেবা নিতে মোট ৪২.৭ শতাংশ নারী দুর্নীতির শিকার হয় যেখানে পুরুষের হার ২৯.৮ শতাংশ। পৃথিবীর যেসব দেশ দুর্নীতিকে কার্যকর ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে সফল হয়েছে, সেসব দেশে জাতীয় ও স্থানীয় উভয় পর্যায়ে রাজনীতি, জনপ্রতিনিধিত্ব, নীতিকাঠামো, প্রশাসক ও সেবাখাতে নারীর অবস্থানি উল্লেখযোগ্য ভাবে ক্ষমতায়িত। টিআইবি মনে করে, দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলন আর নারীর ক্ষমতায়নের আন্দোলন একসূত্রে গাঁথা। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটি অর্জন সম্ভব নয়।

টিআইবি মনে করে, দুর্নীতির ক্রমবর্ধমান বিস্তৃতির কারণে, মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, ক্ষমতার অপব্যবহার, দুর্নীতির বিরুদ্ধে জাগ্রত বিবেকের ঘাটতি প্রভৃতি সমাজে ন্যায্যতা ও আইনের শাসনকে দুর্বল করে তুলছে যা নারীর প্রতি বৈষম্য ও তার অধিকার হরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। নারীকে ক্ষমতাহীন রেখে দুর্নীতি প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। টিআইবি জাতীয় পর্যায় এবং ৪৫টি সনাক অঞ্চলে বাস্তবায়িত প্রতিটি কার্যক্রমকে জেন্ডার সংবেদনশীল করার পাশাপাশি নারীনেতৃত্ব বিকাশ এবং নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের উপর গুরুত্বারোপ করছে। নারীর ক্ষমতায়ন এবং মানবিক মূল্যবোধে জাগ্রত বিবেকের সমন্বিত প্রয়াসেই দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৫ উপলক্ষে টিআইবি ১১ দফা দাবি উত্থাপন করেছে-জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা-২০১১ এর পূর্ণ বাস্তবায়ন করতে প্রণীত জাতীয় কর্মকৌশল সুনির্দিষ্ট সময়াবদ্ধ উপায়ে বাস্তবায়ন; সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলনে নারীর সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি; নারীর অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যমান আইনের যথাযথ বাস্তবায়নে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসহ সকল বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা; ক্ষমতার অপব্যবহার, দুর্নীতি ও অনিয়মের মাধ্যমে নারীর অধিকার হরণ প্রতিরোধে অপরাধীদের বিচারহীনতার সংস্কৃতি বন্ধ করতে হবে এবং এ লক্ষে প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য বৃদ্ধি; 'গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ (সংশোধন) আইন ২০০৯' অনুযায়ী রাজনৈতিক দলগুলোকে নারী প্রার্থী মনোনয়ন বৃদ্ধি; সকল রাজনৈতিক দলের কমিটিতে কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ নারী সদস্য অন্তর্ভুক্তিসহ সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ; রাষ্ট্রকাঠামোসহ আর্থ-সামাজিক ও জনজীবনের সকল পর্যায়ে নারীর সমঅধিকারভিত্তিক সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ সম্প্রসারণ; সুনির্দিষ্ট কর্মকৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন; সমমজুরী, নারী শ্রমিকের অনুকূল কর্মপরিবেশ, নির্দিষ্ট শ্রমঘণ্টা ও ন্যায্য ছুটি নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ; সরকারিভাবে নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্য অর্জনে কর্মপরিকল্পনা এবং এর যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণে কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেল গঠন ও শক্তিশালী পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করণ; নারীর সামাজিক নিরাপত্তা ও অধিকার নিশ্চিতকরণে গণ সচেতনতা সৃষ্টি ও সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা; এবং নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য

বিলোপকারী সনদ (সিডও)-এর সংরক্ষিত ধারা-২ 'নারীর প্রতি সকল প্রকারের বৈষম্যের নিন্দা করে এবং উপযুক্ত সকল উপায় ও অবিলম্বে নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণের একটি নীতি অনুসরণ' এবং ১৬(১)(সি) 'বিবাহ এবং এর বিচ্ছেদ কালে একই অধিকার ও দায়িত্ব' উন্মুক্তকরণসহ সঠিক বাস্তবায়ন এবং আন্তর্জাতিক ঘোষণাপত্র ও স্বাক্ষরিত চুক্তি বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করতে হবে।

ইয়েস সংবাদ

ইয়েস গ্রুপের আয়োজনে পাঠচক্র

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে ইয়েস গ্রুপ - বাংলাদেশ কুয়েত মৈত্রী হল ৫ মার্চ ২০১৫ তাদের হলে বাংলাদেশের নারী মুক্তির পথিকৃত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন এর রচনাবলী থেকে 'সুলতানার স্বপ্ন' শীর্ষক একটি পাঠচক্রের আয়োজন করে। ইয়েস সদস্যদের আলোচনায় বেগম রোকেয়ার নারী মুক্তি ও সমাজ উন্নয়নের বিভিন্ন বিষয় উঠে আসে। নারী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এ পাঠচক্রে উপস্থিত ছিলেন গ্রুপের উপদেষ্টা এবং বাংলাদেশ কুয়েত মৈত্রী হলের হাউজ টিউটর লোপা আহমেদ। তিনি ইয়েস সদস্যদেরকে এ পাঠচক্রের ধারাবাহিকতা রক্ষার উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানান।

২৫ মার্চ ২০১৫ 'বিশ্ব পানি দিবস' উদযাপন উপলক্ষে ঢাকা ইয়েস-১ টিআইবি কার্যালয়ে একটি পাঠচক্রের আয়োজন করে। পাঠচক্রটি পরিচালনা করেন বাংলাদেশ ওয়াটার ইন্টিগ্রিটি নেটওয়ার্কের কো-অর্ডিনেটর সঞ্জীব বিশ্বাস সঞ্জয়। তিনি বিশ্ব পানি দিবসের গুরুত্ব এবং টিআইবি কেন দিবসটি পালন করছে সে সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং পানি খাতে সুশাসনের গুরুত্ব তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে পানিখাতে সুশাসনের ওপর নির্মিত সংক্রান্ত একটি ভিডিও চিত্র প্রদর্শিত হয়।

শোক সংবাদ

জানুয়ারি-মার্চ ২০১৫ সময়কালে আমরা নিম্নোক্ত স্বজন সদস্য এবং ইয়েস সদস্যকে হারিয়েছি। তাঁদের মৃত্যুতে টিআইবি পরিবার গভীরভাবে শোকাহত। আমরা তাঁদের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলনে তাঁদের অবদান আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি।

আফাদ আরা পারভীন, স্বজন সদস্য, সনাক-রাজবাড়ী: টিআইবি'র অনুপ্রেরণায় গঠিত সনাক-রাজবাড়ীর স্বচ্ছতার জন্য নাগরিক (স্বজন) এর সমন্বয়কারী অধ্যাপক আফাত-আরা-পারভীন (জন্ম ১৯৫০) ১৩ ফেব্রুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন। তিনি সনাক, রাজবাড়ীর স্বজন সদস্য হিসেবে ৭ সেপ্টেম্বর ২০০৯ হইতে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত যুক্ত ছিলেন। অধ্যাপক আফাত-আরা-পারভীন রাজবাড়ী সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শেষ করেন।

আদনান মেহেমুদ এভি, ইয়েস সদস্য, সনাক-চট্টগ্রাম মহানগর: সনাক, চট্টগ্রাম মহানগর এর ইয়েস সদস্য আদনান মেহেমুদ এভি ৩১ মার্চ ভোরে চট্টগ্রাম শহরের ও. আর. নিজাম রোডস্থ মেডিকেল সেন্টারে মস্তিস্কে রক্তক্ষরণজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল মাত্র ২৪ বছর। আদনান মেহেমুদ এভি ২০১৩ সাল থেকে সনাক, চট্টগ্রাম মহানগরের ইয়েস সদস্য হিসেবে কাজ করেন।

ওয়েভস

নির্বাহী সম্পাদক: রিজওয়ান-উল-আলম
সম্পাদনা পরিষদ: শাহজাদা এম. আকরাম, জাহিদুল ইসলাম, খালেদা আক্তার, সৈয়দা আমিরুন নূজহাত ও ইয়াসমীন আরা বেবী
সহযোগিতায়: কাজী শফিকুর রহমান, আতিয়া আফরিন, লিপি আমেনা, শাহানাজ মমতাজ বিথী, বরকত উল্লাহ বাবু, জামিলা বুপাশা দিলরুবা বেগম, মো: মনিরুজ্জামান ও মাসুম বিল্লাহ

ওয়েভস: টিআইবি নিউজলেটার

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫), বাড়ি- ০৫, রোড- ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন)
ধানমন্ডি, ঢাকা- ১২০৯, বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত
ফোন: ৯১২৪৭৮৮, ৯১২৪৭৮৯, ৯১২৪৭৯২, ফ্যাক্স: (৮৮০-২) ৯১২৪৯১৫
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org
ফেসবুক: www.facebook.com/TIBangladesh